দৈনিক সংবাদ

তারিখ 29 DEC 1991
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ২

33

মেডিক্যাল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়

বর্তমানে দেশের সকল উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান যখন সন্ত্রাসের হাতে বিপর্যস্ত হচ্ছে তখন উচ্চশিক্ষার কাঠামো নিয়ে চিন্তাভাবনা অপ্রাসঙ্গিক মনে হতে পারে। কিন্তু সময় কারো জন্য বসে থাকবে না। আগামী দিনের প্রয়োজন মেটানোর জন্য সবাইকে এখন থেকেই প্রস্তুতি নিতে হবে। আর সেই প্রস্তুতি নিতে পারলে কর্মকর্তারা দূরদর্শিতার পরিচয় দেবেন।

কয়েকদিন আগে বাংলাদেশের ডাক্তার সমিতি (ড্যাব)-এর নির্বাহী কমিটির অভিষেক অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া বলেন, দিনাজপুর, বগুড়া, খুলনা ও ফরিদপুরে পর্যায়ক্রমে চারটি নতুন মেডিক্যাল কলেজ স্থাপনের প্রস্তুতির কাজ অচিরেই শুরু হবে।

গত জুন মাসে 'ড্যাব'-এর প্রথম জাতীয় সম্মেলনে তিনি বলেছিলেন, ভবিষ্যতে যথাযথ অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে একটি মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় ও আরও মেডিক্যাল কলেজ স্থাপন এবং হাসপাতাল-গুলোকে সম্প্রসারণের কর্মসূচী নেয়া হবে।

চারটি নতুন মেডিক্যাল কলেজ বা মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন এখন বহুদূরের ব্যাপার। তবে এই ধরনের বিষয়ভিত্তিক কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের ব্যাপারে নীতিগত প্রশ্ন তোলা হচ্ছে।

অর্থমন্ত্রী গত সোমবার এক অনুষ্ঠানে বলেন, বিষয়ভিত্তিক বিশ্ববিদ্যালয় এবং মেডিক্যাল কলেজ স্থাপন সম্পদ অপচয়ের একটি পন্থা। এ ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের কোন যৌক্তিকতা নেই।

এখানে ভুল বোঝাবুঝির অবকাশ থাকতে পারে। অর্থমন্ত্রী বা অন্য কোন মহল থেকে মেডিক্যাল বা কারিগরি শিক্ষা সম্প্রসারণের বিরোধিতা করা হচ্ছে না। প্রশ্ন দেখা দিয়েছে, কোন্ ধরনের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর মধ্যে উচ্চশিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করা হবে তা নিয়ে।

দেশে ৮টি সরকারী মেডিক্যাল কলেজ আছে। কলেজগুলো কোন না কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের সিলেবাস অনুসরণ করে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ডিগ্রি দেয়। সরকার কলেজগুলোর ব্যয়ভার বহন করেন। শিক্ষক নিয়োগ করেন। বদলির মাধ্যমে শিক্ষকরা এ কলেজ থেকে সে কলেজে যান। কখনও কখনও সরকারী আমলা বনে যান। বিশ্ববিদ্যালয়ের নামে ডিগ্রি দেয়া হলেও বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কলেজগুলোর বিচ্ছিন্ন অস্তিত্ব। এমন বহু বিষয় আছে যা বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ দুটোতেই পড়ানো হয়; কিন্তু শিক্ষার দায়িত্ব ভাগাভাগির কোন সুযোগ নেই। শিক্ষা প্রশাসনের ক্ষেত্রে একই অবস্থা। ফলে ব্যয়বাহুল্যের সুযোগ সৃষ্টি হয়।

ঔপনিবেশিক আমলের প্রশাসনিক কাঠামোতে মেডিক্যাল শিক্ষা এদেশে এখনও চলছে। শুধু তাই নয়, কৃষি ও প্রকৌশল শিক্ষার ব্যাপারেও আমরা বিচ্ছিন্ন শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তুলেছি, যদিও বিষয়ভিত্তিক বিশ্ববিদ্যালয় বা কলেজের যুগ উচ্চ শিক্ষাব্যবস্থা থেকে বহুদিন আগে শেষ হয়ে গেছে।

সকল আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থায় বিশ্ববিদ্যালয় একটি সমন্বিত শিক্ষা কাঠামো। বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনায় প্রকৌশল, চিকিৎসা, কৃষি, বিজ্ঞান, কলা, সমাজবিজ্ঞান— সবকিছুই একসঙ্গে শিক্ষা দেয়া হয়। শিক্ষার কোন বিষয়ই আর বিচ্ছিন্নভাবে শেখানো হয় না। এক ফ্যাকাল্টি বা বিভাগের ছাত্ররা অন্য ফ্যাকাল্টির শিক্ষকদের কাছ থেকে শিক্ষা নেয়। এক ফ্যাকাল্টির বিশেষজ্ঞ অন্য ফ্যাকাল্টির বিশেষজ্ঞের দায়িত্ব পালন করেন। সবচেয়ে বড় কথা গবেষণার সুযোগ এবং শিক্ষাদানের মানোন্নয়ন।

উচ্চশিক্ষার সুযোগ সৃষ্টির সবচেয়ে কম ব্যয়বহুল কাঠামো হল বিষয়ভিত্তিক বিশ্ববিদ্যালয়ের নীতি পরিহার করা। আমাদের দেশে কৃষি ও প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় দুটিকে 'সাধারণ' বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করা। তাদের অধীনে সকল বিষয় শিক্ষা দেয়ার চিন্তাভাবনা শুরু করা। মেডিক্যাল শিক্ষার সুযোগ বাড়াতে হলে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অধীনে অন্যতম ফ্যাকাল্টি হিসেবে তার গোড়াপত্তন করা, নতুন নতুন সরকারী কলেজ প্রতিষ্ঠা করে নয়। উদাহরণস্বরূপ খুলনায় মেডিক্যাল কলেজ স্থাপন না করে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে মেডিক্যাল ফ্যাকাল্টি প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নিলে তাতে খরচ কম পড়বে, ব্যবস্থাপনা ও অনেক বিষয় শিক্ষাদানের খরচ ভাগাভাগি হয়ে যাবে। বর্তমানের মেডিক্যাল কলেজগুলো নিকটস্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের ফ্যাকাল্টি হিসেবে রূপান্তরিত করা কঠিন হওয়ার কথা নয়। আর যেখানে বিশ্ববিদ্যালয় নেই সেখানে 'বিশ্ববিদ্যালয়' কলেজগুলোর সাথে যোগ করে দিয়ে নতুন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের উদ্যোগ নেয়া যেতে পারে।

উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থাপনা পৃথিবীর কোন দেশেই আমলারা করতে পারেন না। আমাদের দেশেও অন্যথা হয়নি। আমলাতান্ত্রিক নিয়মে ব্যয়বরাদ্দ ও শিক্ষক নিয়োগ নিয়ে সকল ধরনের সরকারী কলেজে সৃষ্টি হয়েছে নৈরাজ্য। সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে শিক্ষাদানের মান দিন দিন নেমেই চলেছে।

জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল ক্ষেত্রে যে দ্রুত পরিবর্তন হচ্ছে তার সাথে তাল রাখতে হলে উচ্চশিক্ষার সকল দায়িত্ব বিশ্ববিদ্যালয়ের হাতে ছেড়ে দিতে হবে। পরিবর্তনের সাথে সাথে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাঠামো বদলাতে হবে। তা না হলে আগামী শতাব্দীতে আমরা উনবিংশ শতাব্দীর কাঠামোতে স্থবির হয়ে বসে থাকব।

মেডিক্যাল শিক্ষা সম্প্রসারণ ও আঞ্চলিক ভারসাম্য নিয়ে প্রধানমন্ত্রী চিন্তা করছেন। অর্থমন্ত্রী ব্যয়বাহুল্য নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন। দেশের উচ্চশিক্ষার সার্বিক উন্নয়নের স্বার্থে যদি এগুলোর সাথে মিলে যায় তাহলেই দেশের মঙ্গল সাধিত হবে।